ই-গর্ভনেন্স ও সুশাসন
(E-governance and Good Governance)

ইউনিট ৪

সুশাসন প্রতিষ্ঠার আধুনিকতম একটি উদ্যোগ হল ই-গর্ভনেন্স। ই-গর্ভনেন্স হল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারি সেবা সমাজের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া। ই-গর্ভনেন্স ব্যবস্থায় একজন নাগরিক স্বল্প ব্যয়ে, ঝামেলাবিহীনভাবে সপ্তাহে সাত দিন; দিনে চব্বিশ ঘন্টা সরকারি সেবা পেতে পারে। এর ফলে শাসন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আসে, দুর্নীতি হ্রাস পায়। এভাবে মূলত সুশাসনই নিশ্চিত হয়। তবে পুরোপুরি ই-গর্ভনেন্স চালু করার জন্য বিপুল অর্থ, দক্ষ জনশক্তি, সার্বক্ষনিক বিদ্যুৎ এবং দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা অপরিহার্য। বাংলাদেশের মত রাষ্ট্রে এসব ক্ষেত্রে এখন অবধি অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অবশ্য এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ডিজিটাল বাংলাদেশের স্লোগানের আলোকে ই-গর্ভনেন্স প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম বর্তমানে এগিয়ে চলছে। এ ইউনিটে ই-গর্ভনেন্স কি, এর উদ্দেশ্য, সুফল, প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করার নানা উপায় বর্ণনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ-

পাঠ-৪.১: ই-গভর্নেন্স	পাঠ-৪.৪: ই-গর্ভনেন্সের গুরুত্ব
পাঠ-৪.২: ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য	পাঠ-৪.৫: ই-গর্ভনেন্সের প্রতিবন্ধকতা
পাঠ-৪.৩: ই-গভর্নেন্সের বৈশিষ্ট্য	পাঠ-৪.৬: ই-গর্ভনেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করার উপায়

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৪.১ ই-গভর্নেন্স (E-Governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ই-গর্ভনেন্স কী তার ধারণা পাবেন।
- ই-গর্ভনেন্স এর সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
- ই-গর্ভনেন্স কিভাবে কার্যকরী হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ডিজিটাল, ইলেকট্রনিক, সরকারি সেবা।

ই-গভর্নেন্স

বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত একটি প্রত্যয় হচ্ছে ই-গর্ভনেন্স। বর্তমান পৃথিবীর উন্নত-অনুন্নতসহ বেশিরভাগ রাষ্ট্রেই ই-গর্ভনেন্স এর বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারের ফলে সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন ইচ্ছে করলে এক মুহূর্তে পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে যোগাযোগ ও তথ্য প্রেরণ করা যায়। ই-গর্ভনেন্স এর শাব্দিক অর্থ হল ইলেকট্রনিক গর্ভনেন্স বা ইন্টারনেট ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা; অর্থাৎ সরকারি সেবা ও সুযোগ-সুবিধা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া। এর ফলে জনগণের সময়, অর্থ ও শ্রমের সাশ্রয় হয়। ই-গর্ভনেন্স সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ কী বলেছেন দেখা যাক-

জে সাফরিজ এবং ই-রাসেল (J Shafriz এবং E Russel) এর ভাষায় যে সরকার ইন্টারনেটের মাধ্যমে জনগণকে সরকারি তথ্য সরবরাহ করে এবং জনগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারকে যাবতীয় সরকারি বিল বা অন্যান্য পাওনা পরিশোধ করে সে সরকারই ই-সরকার।

বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞায় ই-সরকার হচ্ছে সরকারের বিভিন্ন এজেন্সি কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিক, ব্যবসা খাত এবং অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক পুন:নির্ধারণ করা।

সাধারনত তিনটি স্তরে বা পর্যায়ে এই ই-গর্ভনেন্স সেবা পাওয়া যায়-(১) সরকার ও সেবা গ্রহীতা (ব্যক্তি) (২) সরকার ও ব্যবসা-বাণিজ্য (৩) সরকার থেকে সরকার। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০৯ সালে ঘোষিত ভিশন-২০২১ এর প্রধান লক্ষ্যই হল সরকারি সেবা ও শাসনব্যবস্থাকে ডিজিটাল করা। সরকারি সেবা জনগণের দ্বারে পৌঁছে দেবার জন্য স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর ইউনিয়ন পরিষদে একটি ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র বা ডিজিটাল সেন্টার চালু করেছে। তাছাড়া সরকারি সকল কার্যালয় থেকে দ্রুত তথ্য পাওয়ার জন্য একজন করে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে। দ্রুত তথ্য পাওয়ার জন্য প্রত্যেকটি সরকারি কার্যালয়ের মৌলিক কিছু তথ্য ওয়েবসাইটে অন্তর্ভূক্তকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ই-গর্ভনেন্স প্রতিষ্ঠিত হলে সর্বাগ্রে প্রাধান্য পাবে সাধারণ নাগরিক। এটি চার ধরনের কাজ করে যার কেন্দ্রে থাকে নাগরিক সেবা। একাজগুলো হচ্ছে ব্যক্তিকে অবগতকরণ, ব্যক্তিকে প্রতিনিধিত্বকরণ, ব্যক্তিকে পরামর্শ প্রদান এবং ব্যক্তিকে অন্তর্ভূক্তকরণ।

ই-গভর্নেন্সের মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রযুক্তিকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে ব্যবহার করা। কিন্তু, মনে রাখা দরকার যে, প্রযুক্তিকে ইতিবাচকভাবে ব্যবহার না করলে এটি সমাজের কল্যাণের চেয়ে অমঙ্গলই ডেকে আনে। এর অপব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য সব দেশের সরকারই বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করে থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ই-গর্ভনেন্স বলতে কি বোঝেন?

সার-সংক্ষেপ

পৃথিবীর প্রায় সব রাষ্ট্রেই বর্তমানে কম বেশি ই-গর্ভনেন্স এর ছোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। ই-গর্ভনেন্স এর মাধ্যমে তথ্য প্রবাহ থেকে শুরু করে, সেবা প্রদানের মত কাজগুলি পূর্বের তুলনায় অনেক কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা যায়। এ বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশে সরকারি সেবা ও শাসন ব্যবস্থার ডিজিটালকরণ শুরু হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ই-গভর্নেন্সের মূল কাজ হচ্ছে-
(ক) তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা (খ) তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা
(গ) তথ্য প্রবাহকে বাঁধা দেয়া (ঘ) উপরের সবই

২। ই-গভর্নেন্স যে প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল তা হল-
(ক) লাগসই প্রযুক্তি (খ) প্রিন্ট মিডিয়া
(গ) তথ্য প্রযুক্তি (ঘ) উপরের সবই

পাঠ-৪.২ ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য (Aims of E-Governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ই-গর্ভনেন্স এর মাধ্যমে কোন কোন সেবা পাওয়া যায় তা জানতে পারবেন।
- ই-গর্ভনেন্স এর মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ই-গর্ভনেন্স কিভাবে জনগণের জীবন যাত্রাকে পরিবর্তন করতে পারে তা জানা যাবে।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, অনলাইন, স্ক্যানিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, তথ্য সেবা।

ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য

দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে ই-গভর্নেন্সের লক্ষ্য। ই-গভর্নেন্স সর্বস্তরের মানুষের কাছে সরকারি সেবা পাবার একটি জানালা উন্মোচন করে দেয়। ই-গভর্নেন্স সরকার ও জনগণের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ, গ্রহণযোগ্য এবং দক্ষ আন্ত:সম্পর্ক সৃষ্টি করে। ই-গর্ভনেন্স অধিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করে এবং ব্যয় সাশ্রয়ী ও উচ্চমানের জনকল্যাণের প্রতিফলন ঘটায়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের ৪,৫৪৭টি ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। ২০০৯ সালে ৩০টি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে এর যাত্রা শুরু হয়। এই সেন্টারগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে যে সকল সেবা দেওয়া হয় সেগুলো হচ্ছে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, সরকারি ফর্ম ডাউনলোডের সুবিধা, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ, অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত কাজ, ভিজিডি, ডিজিএফ কার্ড সংক্রান্ত তথ্য, জীবনধারণ সংক্রান্ত তথ্য, চাকুরী সংক্রান্ত তথ্য, ভিসা প্রক্রিয়াকরণ ও ফর্ম সংগ্রহ, ই-মেইল ও ইন্টারনেট ব্রাউজিং, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ভিডিও কনফারেন্সিং, মোবাইল ব্যাংকিং, ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃক ইংরেজি শিক্ষণ, ফটোকপি, স্ক্যানিং, ফটো তোলা এবং মোবাইল ফোন সেবা। নিম্নে ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্যসমূহ বিশদভাবে আলোচনা করা হল-

১। জনস্বার্থে সরকারের প্রত্যেকটি তথ্য সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া ই-গভর্নেন্সের মৌলিক উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটি।

২। সরকার ও জনগণের মধ্যে সহযোগিতাময় কাঠামো তৈরি করা ই-গভর্নেন্সের লক্ষ্য। জনগণের কাছ থেকে সাহায্য বা পরামর্শ গ্রহণ এবং তাদের সমস্যা সম্পর্কে সরকারকে ওয়াকিবহাল করাই এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

৩। শাসন প্রক্রিয়ায় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণকে সরাসরি অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহ সৃষ্টি করাও ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য।

৪। ই-গভর্নেন্স দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রনিক মাধ্যমগুলোর উন্নতি সাধন করে যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকার, জনগণ এবং ব্যবসা খাতকে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বুদ্ধিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান করা।

৫। জনগণের কাছে সরকারি সকল তথ্য ও উপাত্ত সহজলভ্য করার মাধ্যমে শাসন প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছতা প্রদান করার একটি উদ্দেশ্য ই-গভর্নেন্স বহন করে। এভাবে জনগণ সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতি সম্পর্কে সহজে জানতে পারে।

৬। সরকার তার গৃহীত প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে জনগণের কাছে জবাবদিহি করায় দায়বদ্ধ। স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা ও জনগণকে অধিক জ্ঞাত করার মাধ্যমে সরকারকে পূর্বের চেয়ে আরও বেশি জবাবদিহিমূলক পরিণত করা ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য।

৭। তথ্য ও সেবা প্রদানের খরচ কমিয়ে শাসন পরিচালনায় ব্যয় হ্রাস করা ই-গভর্নেন্সের উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে স্টেশনারি উপাদানের খরচ কমানো যায়, যা সরকারি ব্যয়ের একটি বড় অংশ। এছাড়া ই-গভর্নেন্স যোগাযোগ ক্ষেত্রে ব্যয় অনেক হ্রাস করে। কারণ সরাসরি কোন স্থানে পৌঁছে যোগাযোগের চেয়ে ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ সময় ও খরচ অনেকাংশে কমিয়ে দেয়।

৮। যেহেতু জনগণের জন্য সরকার তাই জনগণের তদন্ত ও সমস্যাবলীর জবাবে সরকারকে দ্রুত পদক্ষেপ ও সমাধান সরবরাহ একান্ত জরুরি। ই-গভর্নেন্স জনগণের প্রতি সরকারের প্রত্যুত্তর ও প্রতিক্রিয়ার সময় অনেকাংশে কমিয়ে নিয়ে আসে।

মোটের উপর, আধুনিককালে ই-গভর্নেন্স সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম বা প্রক্রিয়া হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ই-গর্ভনেন্স এর উদ্দেশ্য কি?

সার-সংক্ষেপ

ই-গভর্নেন্সের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরকারের সাথে জনগণের দ্রুত সংযোগ সাধন, দ্রুত গতিতে সরকারি সেবাদান এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমান সময়ে যেকোন রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে ই-গভর্নেন্স অনিবার্য একটি বাস্তবতা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ই-গভর্নেন্স সুশাসন প্রতিষ্ঠার
(ক) একমাত্র উপাদান (খ) একটি সহায়ক উপাদান
(গ) মূল লক্ষ্য (ঘ) উপরের সবই

২। ই-গভর্নেন্স জনগণের সরকারি সেবা পেতে
(ক) সময় বাঁচায় (খ) খরচ বাঁচায়
(গ) জনগণের কষ্ট বাড়িয়ে দেয় (ঘ) ক ও খ

পাঠ-৪.৩ ই-গভর্নেন্সের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of E-governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ই-গর্ভনেন্সের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে পারবেন।
- ই-গর্ভনেন্সের মাধ্যমে কি কি সেবা পাওয়া যায় তা জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ই-সেবা, বিশ্বায়ন, ওয়েবসাইট, দীর্ঘসূত্রিতা।

ই-গভর্নেন্সের বৈশিষ্ট্য

ই-গর্ভনেন্সের ধারণা থেকে এটি পরিষ্কার হয়েছে যে বর্তমান যুগে সরকারি সেবাদানের এটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এই প্রক্রিয়ার সময়, অর্থ ও শ্রম সবই সাশ্রয় হয়। ই-গর্ভনেন্সের কার্যপ্রক্রিয়া লক্ষ্য করলে নিম্নলিখিত কিছু বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়-

সরকার ও জনগণের মধ্যকার দূরত্ব হ্রাস

১। আমলাতন্ত্র হ্রাস: ই-গভর্নেন্সের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের সাথে জনগণের দূরত্ব কমিয়ে আনা। সরকারের সকল সেবামূলক কর্মকাণ্ডকে জনগণের হাতের কাছে পৌঁছে দেয়া। এতে করে আমলাতন্ত্রের ওপর জনগণের নির্ভরতা কমে আসে।

২। ই-সেবা: ই-গর্ভনেন্সের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেবা প্রদান। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, সরকারি ফর্ম ডাউনলোডের সুবিধা, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ, অনলাইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত কাজ, ভিজিডি-ডিজিএফ কার্ড সংক্রান্ত তথ্য, চাকুরি সংক্রান্ত তথ্য, ভিসা প্রক্রিয়াকরণ ও ফর্ম সংগ্রহসহ নানা ধরনের সেবা ই-গর্ভনেন্সের বরাতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

৩। আন্তর্জাতিক সেবা: বিশ্বায়নের এই যুগে কেবলমাত্র দেশের ভেতরে নয় বরং দেশের বাইরে অবস্থানকারী নাগরিকদের ই-গর্ভনেন্সের সুফল দেয়া সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ বিদেশে কর্মরত রয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক মানুষ নানাবিধ দাপ্তরিক প্রয়োজন পূরণে ই-গর্ভনেন্স সুবিধা নিতে পারছে।

৪। মতামত প্রদানের সুযোগ: ই-গর্ভনেন্স চালু হলে জনগণ খুব সহজে মতামত প্রদান করতে পারে। বর্তমানে অধিকাংশ সরকারই কোন নীতি প্রণয়নের পূর্বে তার একটি খসড়া সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে যুক্ত করে জনগণের মতামত কামনা করে। পরবর্তীতে তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ মতগুলোকে যুক্ত করে একটি নীতি চূড়ান্ত করা হয়। তাছাড়াও ই-গর্ভনেন্সের অধীনে বিভিন্ন অফিসের সেবার মান সম্পর্কেও মতামত প্রদানের সুযোগ রয়েছে।

৫। অর্থনৈতিক সচলতা: ই-গর্ভনেন্স চালু হলে আমদানি-রপ্তানি, কোম্পানির নিবন্ধন, বিনিয়োগ পরিস্থিতি, কাস্টমস প্রদানসহ নানাবিধ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এর ফলে সময় বাঁচে, দীর্ঘসূত্রিতা কমে এবং অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

৬। বৈষম্য হ্রাস: ই-গর্ভনেন্স প্রক্রিয়ার সরকারে সেবা লাভের ক্ষেত্রে বৈষম্য কমে আসে। ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কাছে-দূরের সকল নাগরিক কম-বেশি সমানভাবে সেবা নিতে পারে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	আপনার সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে ই-গর্ভনেন্স এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

সার-সংক্ষেপ

ই-গর্ভনেন্সের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সরকারি সেবায় প্রযুক্তির অধিকতর প্রয়োগ। এর ফলে দেশের এমনকি দেশের বাইরে অবস্থানকারী নাগরিকেরাও দ্রুত সরকারি সেবা লাভ করতে পারে। ই-গর্ভনেন্স প্রশাসন ব্যবস্থায় গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিতিহতা নিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির উপস্থিতি নয়, সেবাই মুখ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ই-গভর্নেন্সের মূল ভিত্তি হচ্ছে এটি-

(ক) ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসন (খ) প্রযুক্তিবান্ধব শাসন

(গ) স্থানীয় শাসন (ঘ) উপরের সবই

২। ই-গভর্নেন্সের পরিধি-

(ক) দেশের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ (খ) শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ

(গ) দেশের ভেতর এবং বাহিরেও বিস্তৃত (ঘ) উপরের কোনটিই না

পাঠ-৪.৪ ই-গভর্নেন্সের গুরুত্ব (Importance of E-governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ই-গর্ভনেন্সের গুরুত্ব কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ই-গর্ভনেন্স কীভাবে জীবনমান উন্নতি করে তা জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার।

ই-গভর্নেন্সের গুরুত্ব

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্সের গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে ই-গভর্নেন্স এর গুরুত্ব উল্লেখ করা হল–

১। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য ই-গর্ভনেন্স অপরিহার্য। এর মাধ্যমে সরকারি সেবা যেমন জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া সম্ভব, তেমনি সম্ভব সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা ও সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন। সরকার পরিচালনায় ব্যয় হ্রাসকরণসহ দুর্নীতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব ই-গর্ভনেন্স প্রবর্তনের মাধ্যমে।

২। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার এখন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অর্থ আদান-প্রদান, প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ, কর সংগ্রহ, লাইসেন্স প্রদানসহ নানা সুবিধা নাগরিকদের সরবরাহ করে চলেছে। স্বল্পোন্নত একটি দেশ হিসাবে বাংলাদেশেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৩। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় করে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য ই-গভর্নেন্সের কোন জুড়ি নেই। এর ফলে সরকারের কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা দুই-ই বৃদ্ধি পায়।

৪। উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত অনেক দেশের সরকার খরচ করে বেশি, কাজ করে কম এবং তারা জবাবদিহিমূলকও নয়। ই-গভর্নেন্স এসব সীমাবদ্ধতাগুলোকে দূর করতে সহায়তা করে। সুশাসনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে অনেক দেশই লক্ষণীয় সফলতা অর্জন করেছে। উদাহরনস্বরূপ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশ তাদের শাসনব্যবস্থাকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করায় সক্ষম হয়েছে।

৫। নাগরিক ও সুশীল সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠায় ই-গভর্নেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় সাধারণ জনগণও সরকারি তথ্য আদান-প্রদান ও মতামত দিয়ে সরকারকে অধিকতর সহযোগিতা করতে পারে। অর্থাৎ ই-গর্ভনেন্সের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

৬। ই-গভর্নেন্সের ফলে সরকারি কাজে দুর্নীতির প্রকোপ কমে যায়। সরকারি কাজে দুর্নীতি হ্রাসে ফিলিপাইন ই-গর্ভনেন্সের সফল প্রয়োগে অনেকটাই সক্ষম হয়েছে।

৭। টেকসই উন্নয়নের জন্য ই-গর্ভনেন্স সময়ের দাবি; কেননা ই-গর্ভনেন্স উন্নয়নের অধিকাংশ শর্তকে সমর্থন করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ই-গর্ভনেন্স গুরুত্বপূর্ণ কেন?

সার-সংক্ষেপ

ই-গর্ভনেন্স এর গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এর মাধ্যমে প্রশাসনকে গতিশীল, জনবান্ধব, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করেছে। বাংলাদেশে ই-গর্ভনেন্স চালু হওয়ায় এখন ঘরে বসেই কিংবা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার বা অন্যান্য তথ্যসেবা কেন্দ্র হতে প্রশাসনিক বিভিন্ন তথ্য, চাকুরি, পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য, স্বাস্থ্য ও কৃষি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেবা

পাওয়া যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধার কথা হল কম সময়ে, কম পরিশ্রমে ও সাশ্রয়ী মূল্যে সেবাগুলো পাওয়া যায়। এক কথায় ই-গর্ভনেন্সের ফলে প্রশাসনে জনগণের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ই-গভর্নেন্সের প্রধান মাধ্যম হচ্ছে-

(ক) ইন্টারনেট (খ) আমলাতন্ত্র

(গ) ইংরেজি (ঘ) উপরের সবই

২। ই-গভর্নেন্সের মাধ্যমে সরকারি কর্মকাণ্ডে সমন্বয় সাধন সহজ হয়। বক্তব্যটি-

(ক) মিথ্যা (খ) সত্য

(গ) আংশিক সত্য (ঘ) পুরোপুরি মিথ্যা

পাঠ-৪.৫ ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা (Challanges of E-governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ই-গভর্নেন্সের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সার্ভার, ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ, অবকাঠামো, নীতিমালা, বাজেট।

ই-গর্ভনেন্সের সুবিধা অনেক, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এটি প্রচলন করা ব্যয়বহুল ও সময় সাপেক্ষ। উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলো ই-গর্ভনেন্স চালু করতে গিয়ে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। নীচে এ বাঁধাগুলো আলোচনা করা হল।

১। দিম্পি শ্রীবাস্তব এবং কে শর্মা (২০১০), ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হিসেবে ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন। নিরক্ষরতা ও অবকাঠামোগত সংকটের কারণেও ই-গর্ভনেন্সের সফলতার সম্ভাবনা কমে যায়।

২। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নাগরিক বিপুল অংশের মধ্যে সচেতনতার অভাব থাকায়, তারা ই-গর্ভনেন্সের সুবিধা গ্রহণে এখনো অক্ষম। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সরকারি পোর্টালে এখন প্রায় ৬৫টি সেবার ফরম পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ জনগোষ্ঠীর অনেকেই এ সম্পর্কে অবগত নয়।

৩। জোসেফ বাউলিয়া (২০০৯) এর মতে, ই-গভর্নেন্সের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধক হচ্ছে বাজেট এবং প্রশিক্ষণের অভাব। বাংলাদেশেও এ সমস্যাগুলো প্রকট। উল্লেখ্য ২০১৫-১৬ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ দুই হাজার কোটি টাকার অধিক অর্থ প্রস্তাব করলেও, অর্থ মন্ত্রণালয় তার অর্ধেক বরাদ্দ করতে পেরেছে।

৪। বাংলাদেশের মত অনেক দেশে ই-গভর্নেন্স যথাযথভাবে কার্যকর করার পথে একটি প্রধান অন্তরায় বিদ্যুৎ সংযোগ ও বিদ্যুৎ ঘাটতি। বর্তমানে তিন-চতুর্থাংশ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করলেও এখন অবধি বিপুল জনগোষ্ঠী এই আওতার বাহিরে। তাছাড়া পল্লী অঞ্চলে ঘনঘন লোডশেডিং ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ভোল্টেজ কম হবার কারণে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হয়।

৫। বাংলাদেশের মত দেশে ই-গভর্নেন্সের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বাঁধা হচ্ছে ইন্টারনেটের ধীর গতি ও উচ্চমূল্য। বাংলাদেশে ১০ ভাগের বেশি সংখ্যক মানুষের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা রয়েছে।

৬। ব্যক্তি পর্যায়ে ই-গভর্নেন্সের সুবিধা পেতে হলে নিজস্ব কম্পিউটার থাকা জরুরী, যা দরিদ্র জনগণের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

৭। কম্পিউটারের সার্ভার তথ্য ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে বিধায়, প্রযুক্তিগত কারণে এ সার্ভারের কার্যক্রমে ত্রুটি দেখা দিলে রাষ্ট্রীয়, সরকারি ও ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হবার আশঙ্কা থাকে, যা ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারের পরিপন্থী।

৮। প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনী কাঠামোর অভাবে অনেক সময় ই-গর্ভনেন্স চালুকরণের উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ই-গর্ভনেন্স এর প্রতিবন্ধকতাগুলো কি কি?

সার-সংক্ষেপ

ই-গর্ভনেন্স যথাযথভাবে প্রচলনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও নীতি-নির্ধারণ এবং অবকাঠামোর উন্নয়ন জরুরি। বাংলাদেশের মতো দেশে দক্ষ জনবলের অভাব, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা না থাকা, সর্বোপরি ডিজিটাল উপকরণের সহজলভ্যতা না থাকা এবং বিনিয়োগের অভাব ই-গর্ভনেন্স প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন ঘটায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে-

(ক) জনসচেতনতার অভাব (খ) অর্থনৈতিক বৈষম্য

(গ) উপরের কোনটিই না (ঘ) ক ও খ

২। বিদ্যুতের অভাব ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য-

(ক) সহায়ক (খ) অন্তরায়

(গ) বিবেচ্য নয় (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৪.৬ ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করার উপায় (Measures to Remove Challanges of E-governance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করার উপায় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জনসচেতনতা, দক্ষতা, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ, নেটওয়ার্কিং, গোপনীয়তা।

ই-গভর্নেন্স হচ্ছে সরকার কর্তৃক আধুনিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (যেমন, ইন্টারনেট, স্থানীয় এলাকা নেটওয়ার্ক, বিস্তৃত এলাকা নেটওয়ার্ক এবং মোবাইল ফোন) মাধ্যমে নাগরিকদেরকে উন্নত এবং দক্ষতার সাথে সরকারি সেবা প্রদান করা। কিন্তু এ সেবা প্রদানে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ই-শাসন প্রচলনের অন্তরায় দূর করার জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি করা দরকার। এই কাঠামোটি সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জনগণকেন্দ্রিক ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা করবে। এছাড়াও এরকম একটি কাঠামোর মাধ্যমে ই-গভর্নেন্সের সার্বিক কর্মকাণ্ডের ওপর তত্ত্বাবধান করা সম্ভবপর হবে।

২। বাংলাদেশের মত দেশে ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা রক্ষার বিধান যুক্ত করে, ২০০৯ এর ICT Act সংশোধন করতে হবে। ২০০৯ সালের RTI Act এর যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। এই Act এর বাস্তবায়নের ভিত্তিতে জনগণের তথ্য অধিকার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হবে।

৩। ই-গভর্নেন্স সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিশেষ করে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওয়েবসাইটে কি ধরনের সেবা প্রদানের তথ্য রয়েছে তা সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করা উচিত।

৪। ই-গভর্নেন্স এর সুবিধা দেশের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হলে, এর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৫। ই-গভর্নেন্সের সুফল পেতে হলে নাগরিকদের তথ্যের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে।

৬। ই-গর্ভনেন্সের জন্য অত্যাবশ্যক হচ্ছে প্রতিবন্ধকতাহীন বিদ্যুৎ সরবরাহ। এটি দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত।

৭। ই-গভর্নেন্সের সফলতার জন্য প্রয়োজন ইন্টারনেট যোগাযোগের গতি বৃদ্ধি করা।

৮। ই-গভর্নেন্স এর মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে, এই প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য।

৯। ই-গর্ভনেন্স প্রচলনের জন্য লাগসই প্রযুক্তি আমদানি, ক্ষেত্র বিশেষে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করার জন্য বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা যেতে পারে।

১০। বাংলাদেশের মতো দেশে কেবল ই-গর্ভনেন্স এর প্ল্যাটফর্ম ও সুবিধা তৈরি করলেই হবে না, বরং তা ব্যবহারের মতো ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিও সৃষ্টি করতে হবে।

সর্বোপরি জনগনকে ই-গর্ভনেন্স ব্যবহারে প্রস্তুত করা (e-readiness), এবং জনগনের মধ্যে ডিজিটাল বৈষম্য (digital divide) হ্রাসকরণে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	ই-গর্ভনেন্সের প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর করা যায়?

সার-সংক্ষেপ

ই-গর্ভনেন্স হল সরকারি সেবা দ্রুত ও সঠিকভাবে প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ সেবা প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন খুব জরুরি। ই-গর্ভনেন্স সফল করার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধি, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, দক্ষ জনবল তৈরি, ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। সর্বোপরি এ সেবা প্রদান ও প্রাপ্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা যেন বিঘ্নিত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ই-গভর্নেন্সের প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে-
(ক) এ সংক্রান্ত অবকাঠামো গড়ে তোলা (খ) এ সংক্রান্ত আইনী সংস্কার করা
(গ) এ সংক্রান্ত দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা (ঘ) উপরের সবই

২। ই-গভর্নেন্সের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে-
(ক) তথ্যের গোপনীয়তা (খ) তথ্য ফাঁস
(গ) তথ্য পাচার (ঘ) তথ্য বিকৃতি

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

(১) আমুয়াকান্দি গ্রামের রহিমা বেগমের ছেলে আবুল হোসেন মালয়েশিয়াতে একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত। বহুদিন তিনি ছেলের কোন খোঁজ-খবর পাচ্ছেন না। ছেলে যাবার আগে অষ্টম শ্রেণি পড়ুয়া ছোট বোন আকলিমা খাতুনকে একটি ই-মেইল নম্বর দিয়ে গেছে। কিন্তু আকলিমাও খুব ভাল করে জানে না ই-মেইল কি? ভাই বলে গিয়েছে যে, এটি নিয়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গেলেই তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হবে।

ক) ই-গর্ভনেন্স কি?
খ) ই-গর্ভনেন্স এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
গ) উদ্দীপক অনুযায়ী ই-গর্ভনেন্স বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যমগুলো সম্পর্কে লিখুন।
ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত ডিজিটাল সেন্টার এর কার্যক্রম বর্ণনা করুন।

(২) আবু তাহের চিকিৎসার জন্য ভারত যেতে চান। তাঁর বাড়ী জামালপুরে। ঢাকায় তাঁর কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী নেই। অথচ তাঁকে ভারতের ভিসা যোগাড় করতে হবে। একদিন তিনি ঢাকায় আসেন ভিসা ফর্ম সংগ্রহ করার জন্য। বন্ধু জালাল উদ্দিন তাঁকে বলে, তুমি শুধু ভিসা ফর্মের জন্য ঢাকায় কেন আসলে? জামালপুরে বসেই এই অনলাইনে ফর্ম সংগ্রহ করা সম্ভব। অনলাইনের কথা শুনে আবু তাহের অবাক হন।

ক) শাসন ব্যবস্থার ডিজিটাল রূপ কি?
খ) ই-গর্ভনেন্স এর কয়েকটি গুরুত্ব লিখুন।
গ) ই-গর্ভনেন্স কেন প্রয়োজন? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) ই-গর্ভনেন্স বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাগুলো বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ ঃ ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ ঃ ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ ঃ ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ ঃ ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫ ঃ ১। ঘ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬ ঃ ১। ঘ ২। ক